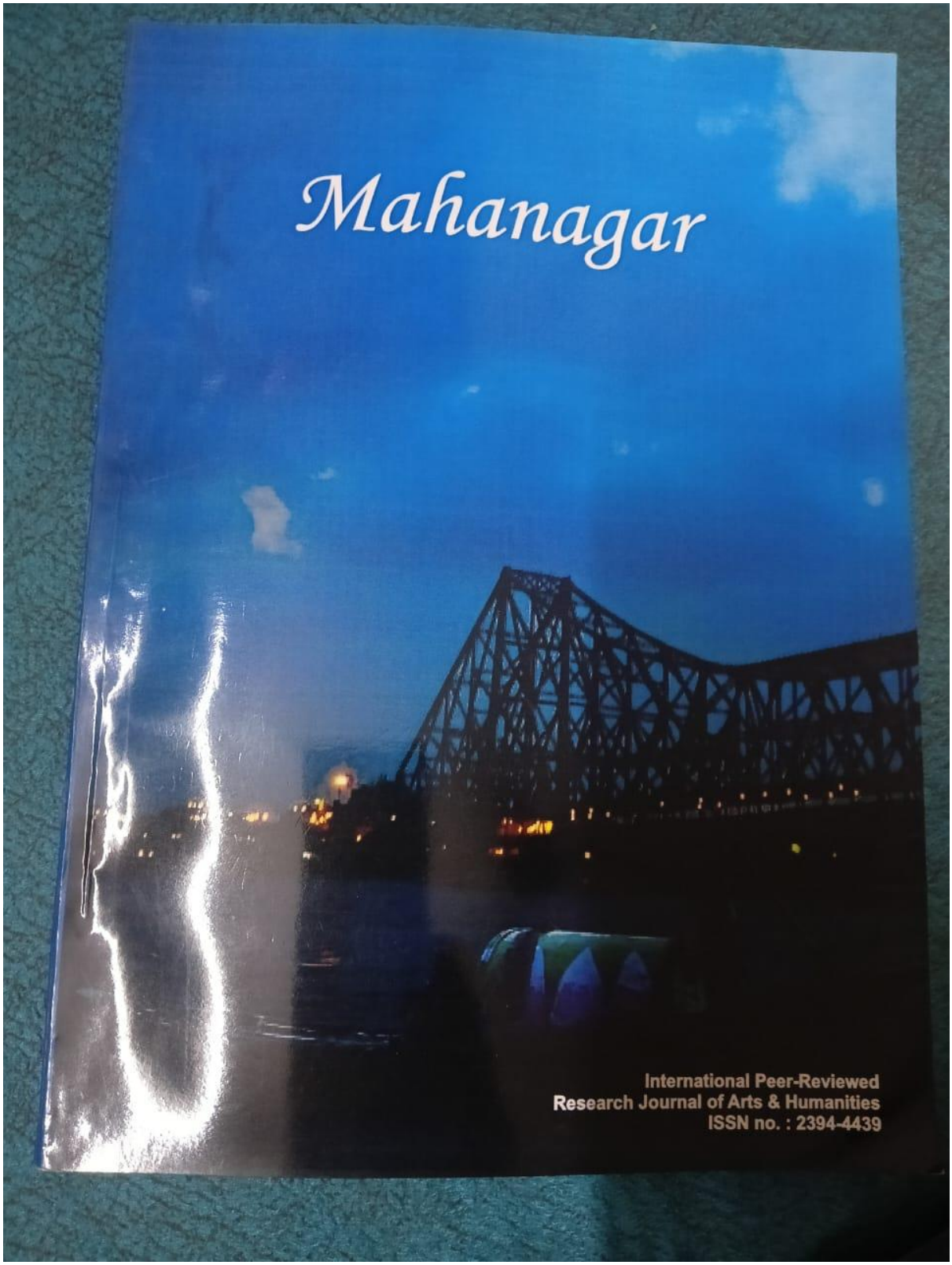
Mahanagar
International Peer-Reviewed
Research Journal of Arts & Humanities
ISSN no. : 2394-4439

MAHANAGAR

SAHITYER JAGOTE EK NABA JAGORON

Published by Mahanagar Gabeshana Parishad. January 2019

International Peer-Reviewed

Research Journal of Arts & Humanities

ISSN no. : 2394-4439

পঞ্চম সংখ্যা – ২০১৯

প্রকাশক

মহানগর গবেষণা পরিষদ

প্রযত্নে – ড. নন্দিতা বসু

৯ কল্লোল এ্যাপার্টমেন্টস্

৩৫ আই. পি. এক্সটেনশন্

দিল্লি – ৯২

চলভাষ : ০৯৯৭১৬৬৩২৩৮

প্রচ্ছদ

তিলক সরকার

অক্ষর বিন্যাস

আশীষ রায়

মুদ্রণ

সুচারু এন্টারপ্রাইজেস

বি/৫ সৈনিক নগর

সূচিপত্র

রসিকতার রূপকার শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ প্রসঙ্গত তুঙ্গভদ্রার তীরে ১
মুন্সী মহম্মদ ইউনুস

বিশ শতকের কথাসাহিত্য : দিক্‌সঞ্চারী লেখালেখি ৯
বিকাশ রায়

১১ থেকে ১৪ বছর খো-খো এবং জিমন্যাস্টিক মেয়েদের শারীরিক যোগ্যতা এবং স্থায়িত্বের মধ্যে সম্পর্ক ১৭
ড. সুশান্ত সরকার, সহযোগী অধ্যাপক

কোচবিহারের লোকনাটক : কুশান ও দোতারা পালা ৩১
দেবলীনা বিশ্বাস

রবীন্দ্র ছোটোগল্পে প্রকৃতি ৩৯
দীপালি রায়

তেভাগা— আন্দোলনের স্বরূপ ও বাংলা উপন্যাসে ৪৩
পিউ নন্দী

সুবোধ ঘোষের ছোটগল্প : নারী ও নারীত্ব ৫৫
পল্লব সাহা

প্রমথ চৌধুরীর 'মলাট সমালোচনা' : সাহিত্যের রূপাবরণ, রূপাবরণের সাহিত্য ৬৩
অর্পিতা আচার্যী

সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'মৌমাছি' ৭২
শেখর সরকার

প্রবোধকুমার সান্যালের গল্পভুবন : সময়ের চালচিত্র ৭৭
দেবাশিষ সরকার

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৯৪
তিলক সরকার

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তিলক সরকার

বাংলা শিশুসাহিত্যের রচনার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব, ঠাকুরবাড়ির গুণেন্দ্রনাথ ও সৌদামনি দেবীর তৃতীয় সন্তান অবনীন্দ্রনাথের জন্ম হয় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে বাংলা ১২৭৮ সনের ২৩ শে শ্রাবণ, জন্মাষ্টমীর পুণ্যতিথিতে (ইং ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের ৭ই আগস্ট)। ভারতের কৃষ্টিকলার ইতিহাসে সেই দিনটির কথা চিরকালের মতো স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। নবজাত শিশু, ছোট্ট একটুখানি কিন্তু তার নামটি হয়ে গেল বিরাট অবনীন্দ্রনাথ। ছোট্ট করে, আদর করে সকলে বলতেন, 'অমন', 'অবু'। তিনিই ভাবীকালের শিল্পগুরু, ভারতীয় চিত্রকলার মুক্তিদাতা, শিশু-সাহিত্য ও রসসমৃদ্ধ কলাসাহিত্যের অদ্বিতীয় রচয়িতা, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৭৬ সালে নর্মাল স্কুলে ভরতি হন। তার আগে গৃহশিক্ষকের কাছে শিক্ষারম্ভ। কিন্তু অল্পকালের জন্য নর্মাল স্কুলে পড়েছিলেন। এবং স্কুলের পরিবেশের সঙ্গে তাঁর মনের মিল না হওয়ায় স্কুল ছেড়ে দেন। কিছুকাল পরে ১৮৮১ খ্রি. সংস্কৃত কলেজে ভরতি হন। ১৮৮৯ সাল পর্যন্ত তিনি ওই কলেজের ছাত্র ছিলেন। ক্রমে তিনি বাংলা ভাষা ছাড়াও ইংরেজি, ফরাসি ও সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। ছোটোবেলা থেকেই ছবি আঁকার দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল। অবনীন্দ্রনাথ মেজোকাকিমা জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর ব্যবস্থাপনায় ১৮৯২ সালে আর্ট স্কুলের ইটালিয়ান চিত্রশিল্পী গিলার্তি সাহেবের কাছে প্যাস্টেল ড্রয়িং, ওয়াটার কালার ড্রয়িং শিক্ষা নিয়েছিলেন। দেশি ছবির ঔজ্জ্বল্য, বর্ণবিন্যাস এবং সূক্ষ্ম কারুকাজ তাঁকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে এবং তিনি দেশি আদর্শে ছবি আঁকা শুরু করেন। তাঁর দেশি প্রথায় প্রথম সৃষ্টি কৃষ্ণলীলার চিত্রাবলি।

অন্যদিকে হ্যাভেল তাঁকে ভারতীয় রীতিতে ছবি আঁকায় উৎসাহিত করেন। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর সান্নিধ্যে ভারতীয় শিল্পরীতিতে আঁকেন বজ্রমুকুট, ঋতুসংহার, বুদ্ধ ও সুজাতা চিত্রাবলি এবং ১৮১৮ সালে হ্যাভেল অবনীন্দ্রনাথকে আর্ট স্কুলের সহ অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। আর অবনীন্দ্রনাথ প্রথম ভারতীয়দের মধ্যে এই পদের অধিকারী হন। একসময় অবনীন্দ্রনাথ জাপানি রীতিতে অঙ্কন শিক্ষা করেন টাইকানের কাছে। এর ফলে চিত্রশিল্পের জগতে জাপান ও ভারতের মধ্যে এক যোগসূত্র গড়ে ওঠে। তাহলে একথা সহজেই স্বীকার করা যায় অবনীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ভারতীয় চিত্রকলার পুনরুত্থান ঘটে। এর ফলে অনেক তরুণ চিত্রশিল্পী তার অনুগামী হয়। আর অবনীন্দ্রনাথ শিল্পীগুরু হিসেবে স্বীকৃত হন।

MAHANAGAR

SAHITYER JAGOTE EK NABA JAGORON

Published by Mahanagar Gabeshana Parishad. January 2020

International Peer-Reviewed

Research Journal of Arts & Humanities

ISSN no. : 2394-4439

ষষ্ঠ সংখ্যা – ২০২০

প্রকাশক

মহানগর গবেষণা পরিষদ

প্রযত্নে – ড. নন্দিতা বসু

৯ কল্লোল এ্যাপার্টমেন্টস্

৩৫ আই. পি. এক্সটেনশন্

দিল্লি – ৯২

চলভাষ : ০৯৯৭১৬৬৩২৩৮

প্রচ্ছদ

তিলক সরকার

অক্ষর বিন্যাস

আশীষ রায়

মুদ্রণ

সুচারু এন্টারপ্রাইজেস

বি/৫ সৈনিক নগর, (নবাদা মেট্রো স্টেশনের সন্নিকটে)

উত্তম নগর, নিউ দিল্লি – ৫৯

চলভাষ : ৭৮৩৮২৩০১৭০, ৯৮১১৩২৯৯৪৭৯

‘সমারূঢ়’ : ইয়েটস্ বনাম জীবনানন্দ

অদ্বিতী বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিমাত্রেই আপন দেশ-কালের সীমায় পরিচিত এবং সৎ কবিমাত্রেই স্বভাব-কবি, প্রভাব-কবি নন। অথচ এমন কবিও প্রায় নেই বললেই চলে, স্বদেশ বা বিদেশের, পূর্বজ বা সমকালীন, কোনো কবির কাছে যাঁর কোনো ঋণ নেই। এই ঋণ কবি-স্বভাবের সততাকে নষ্ট তো করেই না, বরং কবি-মৌলিকতার উৎকর্ষই সাধন করে পরীক্ষিত উপায়ে।

সুতরাং প্রভাব বা ঋণ গ্রহণের মধ্যে একদিকে প্রবহমান ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত হন কবি, অন্যদিকে তাঁর কবি-স্বভাবের মৌলিক বৈশিষ্ট্যও চিহ্নিত হয়ে যায় একই সঙ্গে। তবে মনে রাখা প্রয়োজন, নির্বিচারে যে-কোনো দেশের যে-কোনো কাব্যের প্রভাব অন্য দেশের কাব্যে পড়া সম্ভব নয়। যেহেতু প্রত্যেক ভাষার শব্দ-ধ্বনি, অনুষঙ্গ, উপমা-চিত্রকল্প বা অন্বয়ের চরিত্র মোটামুটি নির্দিষ্ট, সুতরাং সেই কবির প্রভাবই অন্য দেশের কোনো কবির কবিতায় পড়তে পারে, যেখানে দুই কবি-স্বভাবে গূঢ় অন্তর্মিল থাকে; আঙ্গিকগত বা আক্ষরিক সাদৃশ্য নিতান্তই একটা বাহ্য ব্যাপার।

কবি-সমালোচক বুদ্ধদেব বসুর একটি মন্তব্য এ-প্রসঙ্গে যথার্থত স্মরণী, “আঙ্গিক— এমনকি আক্ষরিক সাদৃশ্যেও— প্রত্যক্ষ প্রভাব প্রমাণ হয় না; প্রত্যক্ষ প্রভাব ভাবগত, মনের গভীরতম স্তরে যার ক্রিয়াকলাপ। সেই কবিরই প্রত্যক্ষ প্রভাবে পড়ি আমরা, যাঁকে আমরা অনুভব করি একাত্ম বলে, চিনতে পারি পরিচালক ও প্রতিযোগী বলে।”[১]